স্বদেশ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি।
১৩১২
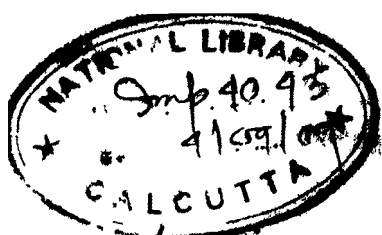
কলিকাতা,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দিনময়ী প্রেসে"
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ মজুমদার লাইব্রেরি হইতে
শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত

(স্বদেশ—সংকল্প ও স্বদেশ।)

সূচী।

সংকল্প।

স্বদেশ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

সংকল্প।

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে ?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সে দিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদির-বিকল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে—
নব-যৌবন-সভাতে ?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা !
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
রক্ত কমল দুলালে।
পুলকিত মোর পরাণে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোর ভুলালে !

তার পরে হায় জানিনে কখন্
ঘুম এল মোর নয়নে !
উঠিনু যখন জেগে,
ঢেকেছে গগন মেঘে,—

তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে!

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতল-শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে,
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে।

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মুরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনল পারা,
সিক্ত তোমার জটাজূট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মুরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,

এস মোর ভাঙা আলয়ে।

ললাটে তিলকরেখা,

যেন সে বহ্নিলেখা,

হস্তে তোমার লৌহদণ্ড

বাজিছে লৌহবলয়ে।

শূন্য ফিরিয়া যেয়োনা, অতিথি,

সব ধন মোর না লয়ে।

এস এস ভাঙা আলয়ে।

সংকল্প।

ভৈরবী গান।

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
বিষাদ-শান্ত শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই
প্রভাতে!
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি'।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহুঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি।

হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যা'রে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তা'রে
ফিরে' দেখে আসি শেষবার;
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার!
যা'রা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

সেই সারা দিনমান সুনিভৃত ছায়া
তরুমর্ম্মরপবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহু-কুহরিত বিরহ-রোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে!

সেই চির-কলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।

ভৈরবী গান।

ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে!

সদা করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া গাহিব,—
"হোল না, কিছুই হ'বে না,
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
র'বে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি' লবে না।

এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,
কা'র তরে মরি খাটিয়া!
আমি কা'র মিছে দুখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া!

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!

কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে' গেল
শ্বসিয়া!
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া!"

ওগো, থাম! যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তা'রে আর ফিরে' চেয়ো না!
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না!
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না!

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে?

পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে!
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী
না জানি কোথায় নিবসে!

থাম'! শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া!
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ চিহ্ন ধরিয়া।

সদা সহিয়া চলিব প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

এবার ফিরাও মোরে।

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি!—ওরে তুই ওঠ্ আজি!
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগত জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার! সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,

মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া ! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে ;—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে !—

কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান !
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,— সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে!
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন! বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে,
জনতার মাঝখানে! কোথা যাও পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও!
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস!
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,

বক্ষে জ্ব'লে ক্ষুধানল!—যে দিন জগতে চলে আসি',
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি!
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে!
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা!
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে

তার কাছে, —জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত! দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম- হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ! শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস

মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা ! তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে !—শুধু জানি তাহারি মহান্
গভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে ! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক ! তাহারে অন্তরে রাখি
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে ! তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে

উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে।
দুঃখহীন নিকেতনে! প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল! লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা! হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা!

বিদায়।

এবার চলিনু তবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নির্ম্মম আমি আজি!
আর নাই দেরী, ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল-নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি,
অমিয়-রচন সোহাগ-বচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,

মহাকাশ হতে ওই বারেবার
আমারে ডাকিছে সবে!
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অশেষ।

আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ ত করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোলপর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা !

ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা!
নয়ন-পল্লবপরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম;
এখনো আহ্বান?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্ত-লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস্ হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ?
বিশ্বযোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,

কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণ সমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে,
হে জাগ্রত রাণী,
বাজেনা কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায়না পাখীগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠেনা কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায়না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো অহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।

খেয়া তরী যাক্ বয়ে গৃহে-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক্ খসি
কুটীরের বামে!
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান!

বল তবে কি বাজাব, ফুল দিয়ে কি সাজাব
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কি লিখিব, প্রাণ দিয়ে কি শিখিব
কি করিব কাজ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান!

সেবক আমার মত রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু'ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে !
সেই গর্ব্বে জাগি রব সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্ব্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান !

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী !
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী !
কাঁপিবেনা ক্লান্তকর, ভাঙিবেনা কণ্ঠস্বর,
টুটিবেনা বীণা,

নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না!
কর্ম্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে!
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে!
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাক আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা!
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে আর কাঁদিব না!

তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি!
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি!

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডলকণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে! দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক্ আজি কঠিন আদেশে!
কর মোর সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়! পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার! ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে!
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে'
যে উর্দ্ধে উঠিতে হয় সেথা বাহু মেলে'

লহ ডাকি, সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে,—অগ্রসব কর প্রতিদিন
যে মহান্ পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জ্জন
মরণ অধিক দুঃখ!
ওগো অন্তর্যামী,
অন্তবে যে রহিয়াছে অনির্ব্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আব দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি কবে কোন ভয়!
তারে যেন কোন লোভ না করে চঞ্চল!
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্ম্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান্।

তুমি সর্ব্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা?
ভয় শুধু তোমাপরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্! লোকভয়? কেন লোকভয়
লোকপাল? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে? রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র, তুমি যার বিরাজ অন্তরে

লভে সে কাবার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়,—স্বাধীন সে বন্দীশালে! মৃত্যুভয়
কি লাগিয়া, হে অমৃত! দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব।
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার!
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার!

আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি!
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্ব্বরী
তার ঊর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবমান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে

তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে'
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর। যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব!

তুমি মোরে অর্পিয়াছ যত অধিকার,
ক্ষুণ্ন না করিয়া কভু কণামাত্র তার
সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব তোমার চরণে
অকুণ্ঠিত রাখি' তারে বিপদে মরণে,
জীবন সার্থক হবে তবে। চিরদিন

জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন,—
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে,—শুভ চেষ্টা যত
কোন বাধা নাহি মানে কোন শক্তি হতে,
আত্মা যেন দিবারাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমাপানে
সর্ব্ব বন্ধ টুটি। সদা লেখা থাকে প্রাণে
"তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকারভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার!"

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। —দুর্ব্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে;
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মত,—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে,—আবেশে দিবস কাটে তার!
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি' গ্রাস করে তারে
চতুর্দ্দিকে; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে!
অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন!

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে! প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ!
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ

নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে! তব কার্য্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে!

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খরখড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান!
অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গালার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য,—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জন তটে বাজায় কিঙ্কিণী
তরল কল্লোলবোলে, যে সরল স্নেহ

তরুচ্ছায়াসাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে ;--কর আশীর্ব্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্য্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে !

এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম ; যেথায় সাজেনা
কোমলা উর্ব্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীন বরণ বস্ত্রে যৌবন-গৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায় ; রুদ্ধাকাশ
দিবস রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে ;যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী ; যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হ'তে পথের মাঝারে,—
সেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে

সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্ব্বঠাই হতে।

আমার সকল অঙ্গে তোমাব পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।
মনে তুমি বিরাজিছ, হে পরম জ্ঞান,
এই কথা সদা স্মরি' মোর সর্ব্বধ্যান
সর্ব্বচিন্তা হতে আমি সর্ব্বচেষ্টা করি
সর্ব্বমিথ্যা বাখি দিব দূরে পরিহরি!
হৃদয়ে রয়েছে তব অচল আসন
এই কথা মনে রেখে কবিব শাসন
সকল কুটিল দ্বেষ, সর্ব্ব অমঙ্গল,—
প্রেমেরে রাখিব করি প্রস্ফুট নির্ম্মল!
সর্ব্বকর্ম্মে তব শক্তি এই জেনে সার
করিব সকল কর্ম্মে তোমারে প্রচার!

অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোকলোকান্তরে
অনন্ত শাসন যাঁর চিরকালতরে

প্রত্যেক অণুর মাঝে হতেছে প্রকাশ;
যুগে যুগে মানবের মহা ইতিহাস
বহিয়া চলেছে সদা ধরণীর পর
যাঁর তর্জ্জনীর ছায়া, সেই মহেশ্বর
আমার চৈতন্যমাঝে প্রত্যেক পলকে
করিছেন অধিষ্ঠান;—তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে;
যেথা চলি যেথা রহি যেথা বাস করি
প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর এই কথা স্মরি
আপন মস্তকপরে সর্ব্বদা সর্ব্বথা
বহিব তাঁহার গর্ব্ব, নিজের নম্রতা!

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এইবর দেহ মোর চিতে!
যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তোমার ভুবন
এই তৃণভূমি হ'তে সুদূর গগন
যে আলোকে যে সঙ্গীতে যে সৌন্দর্য্যধনে,
তার মূল্য নিত্য যেন থাকে মোর মনে
স্বাধীন সবল শান্ত সরল সন্তোষ!

অদৃষ্টেরে কভু যেন নাহি দিই দোষ
কোন দুঃখ কোন ক্ষতি অভাবের তরে!
বিস্বাদ না জন্মে যেন বিশ্বচরাচরে
ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া! ধনীর সমাজে
স্থান যদি নাহি হয়, জগতের মাঝে
আমার আসন যেন রহে সর্ব্ব ঠাঁই!
হে দেব একান্ত চিত্তে এই বর চাই!

তাঁরি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী, হে দীনহীন! দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে! আর কেহ নহে নহে নহে
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।
পিতৃরূপে রয়েছেন তিনি,—পিতৃমাঝে
নমি তাঁরে! তাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে
ন্যায়দণ্ড পরে, নতশিরে লই তুলি
তাহার শাসন; তাঁরি চরণ অঙ্গুলি
আছে মহত্ত্বের পরে, মহতের দ্বারে
আপনারে নম্র করে' পূজা করি তাঁরে।

তাঁরি হস্তস্পর্শরূপে করে' অনুভব
মস্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব!

———

মুক্ত কর, মুক্ত কর নিন্দা প্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে! সে কঠিন ভার
যদি খসে যায় তবে মানুষের মাঝে
সহজে ফিরিব আমি সংসারের কাজে,—
তোমারি আদেশ শুধু জয়ী হবে, নাথ!
তোমার চরণপ্রান্তে করি' প্রণিপাত
তব দণ্ড পুরস্কার অন্তরে গোপনে
লইব নীরবে তুলি',—নিঃশব্দ গমনে
চলে যাব কর্ম্মক্ষেত্রমাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তিবলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম্ম সারি'
সমুদ্রের পানে লয়ে বন্ধহীন বারি।

———

বাসনারে খর্ব্ব করি' দাও, হে প্রাণেশ!
সে শুধু সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ

বৃহতের সাথে। পণ রাখিয়া নিখিল
জিনিয়া নিতে সে চাহে শুধু একতিল।
বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।
অযাচিত যে সম্পদ অজস্র আকারে
উষার আলোক হতে নিশার আঁধারে
জলে স্থলে রচিয়াছে অনন্ত বিভব—
সেই সর্ব্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ
সব চেয়ে। সে মহা সহজ সুখখানি
পূর্ণ শতদলসম কে দিবে গো আনি'
জলস্থলআকাশের মাঝখান হতে,
ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে।

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
আশা মোর অল্প নহে। তব জলস্থল
তব জীবলোক মাঝে যেথা আমি যাই
সেথায় দাঁড়াই আমি সর্ব্বত্রই চাই
আমার আপন স্থান। দানপত্রে তব
তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব!
আপনারে নিশিদিন আপনি বহিয়া

প্রতিক্ষণে ক্লান্ত আমি! শ্রান্ত সেই হিয়া
তোমার সবার মাঝে করিব স্থাপন
তোমার সবারে করি' আমার আপন!
নিজ ক্ষুদ্র দুঃখ সুখ জলঘটসম
চাপিছে দুর্ভর ভার মস্তকেতে মম,
ভাঙি' তাহা, ডুব দিব বিশ্বসিন্ধুনীরে,
সহজে বিপুল জল বহি' যাবে শিরে!

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ আসি'
অন্তরের আলোক পলকে ফেলে গ্রাসি',
মন্দপদে যবে শ্রান্তি আসে তিল তিল
তোমার পূজার বৃন্ত করে সে শিথিল
ম্রিয়মাণ—তখনো না যেন করি ভয়,
তখনো অটল আশা যেন জেগে রয়
তোমা পানে!
তোমা পরে করিয়া নির্ভর
সে শ্রান্তির রাত্রে যেন সকল অন্তর
নির্ভয়ে অর্পণ করি পথধূলিতলে,
নিদ্রারে আহ্বান করি! প্রাণপণ বলে

ক্লান্ত চিত্তে নাহি তুলি ক্ষীণ কলরব
তোমার পূজার অতি দরিদ্র উৎসব।
রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে,
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে!

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢবলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর! বীর্য্য দেহ সুখের সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি'! বীর্য্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য্য দেহ
কর্ম্মে যাহে হয় সে সফলা, প্রীতিস্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি'! বীর্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে! বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি'!
বীর্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির!

স্বদেশ।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে !
দেখিনু তোমারে পূর্ব্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে !
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিষসম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর !
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে !

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে

মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশতলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবিকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

স্বদেশ।

আশা।

এ জীবনসূর্য্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, "আয় বৎস," বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ-দুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে ; শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সঙ্গীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল,—তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মাল্যগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।

অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন ;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন!

—

বঙ্গলক্ষ্মী।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনেঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ-জননী,
আপন অজস্র-কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।
এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু, মা গো!
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
নিত্যকর্ম্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,

মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি'
রৌদ্র নিবারিছ,—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক্ হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে!
শরৎ মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত-কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করে বিকিরণ!
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল!

শরৎ।

আজি কি তোমাব মধুব মূবতি
   হেবিনু শাবদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
   ঝলিছে অমল শোভাতে।
পাবে না বহিতে নদী জল ধাব,
মাঠে মাঠে ধান ধবেনাক আব,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
   তোমাব কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
   শবৎকালেব প্রভাতে!

জননী তোমাব শুভ আহ্বান
   গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
   তোমাব ভবনে ভবনে।
অবসব আব নাহিক তোমাব,
আঁঠি আঠি ধান চলে ভাবে ভাব,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহাব
   ভবিয়া উঠিছে পবনে।

জননী তোমার আহ্বানলিপি
   পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুমি মেঘভার আকাশ তোমার
   করেছ সুনীলবরণী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
   তোমার শ্যামল ধরণী!
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
   দিশি দিশি হতে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল
   স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
   ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
   নবীন জীবন উড়ায়ে!
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন

শরৎ।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে!
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে!

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।

জননী তোমার আহ্বানলিপি
　পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুমি মেঘভার আকাশ তোমার
　করেছ সুনীলবরণী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
　তোমার শ্যামল ধরণী!
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
　দিশি দিশি হতে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল
　স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
　ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
　নবীন জীবন উড়ায়ে!
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন

ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে!
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে!

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া!
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া!
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী!

পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!

মাতার আহ্বান।

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাক জননি!
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে
আঁধার ঘেরিছে ধরণী!
ডাক "চলে আয়, তোরা কোলে আয়,"
ডাক সকরুণ আপন ভাষায়!
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী,
হেলায় খেলায় সে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি!

আমরা প্রভাতে নদী পার হ'নু,
ফিরিনু কিসের দুরাশে!
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
ঢালিনু জঠর-হুতাশে!
খেয়া বহেনাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার ক্ষেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে!
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে!

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে,
জননি, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষ-বসনে!
তুলি ধর তারে দক্ষিণ করে,
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে,
না ভুলে আলেয়া-ছলনে!

এ পারে রুদ্ধ দুয়ার জননি,
এ পর পুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূর কুঞ্জতিমিরে।
পথে কোন লোক নাহি আর বাকী,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকী,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
"তোরা যে আমার" ডাক একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ার-বাহিরে!

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ!

বিদেশী জানেনা তোরে অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান!
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক্ গর্ব্ব, করি করযোড়,
ভরি ভিক্ষাঝুলি!
পুণ্যহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে!
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান!
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,
কি দিবে সম্মান!

স্নেহগ্রাস।

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ-কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের বশে,
মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব-দেবতার,
সন্তান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

বঙ্গ মাতা।

পুণ্যেপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে' আর রাখিয়ো না ধরে!
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান!
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে!
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দসাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে!
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে', মানুষ কর নি!

দুই উপমা।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে ;—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথপরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে !

অভিমান।

কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ !
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ !
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালী।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ,
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ !

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নত শিরে চুপ করে থাক,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজসনে ঢাক!
একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল!

পর-বেশ।

কে তুমি ফিরিছ পরি' প্রভুদের সাজ!
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পর-বস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, "ওরে দীন, যত্নে মোরে ধর',
তোমার চর্ম্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?

বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়!
সর্ব্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কি অহঙ্কার!
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার!

দুরন্ত আশা।

হৃদয়ে যবে বিকল আশা সাপের মত ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভাল মানুষ সেজে, বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে, খেলিতে হবে কসে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে বসে'।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান;
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙ্গালী সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন্
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোতে আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদমাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্য্যালোতে, সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা, সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে, জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ উর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবনছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে' গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি' বাজাও ওকি সুর !
তবলা বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপূর !
কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জান্‌লা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা, তব্‌লা বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর !

কিসের এত অহঙ্কার ! দম্ভ নাহি সাজে !
বরং থাক মৌন হয়ে সসঙ্কোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্তপারা কভু কি হও আত্মহারা
তপ্ত হয়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে ?
অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে ?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত যোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর ;
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি,' ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি,'
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর ;
ঘরেতে বসে' গর্ব্ব কর পূর্ব্ব পুরুষের,
আর্য্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থরহর !

হেলায়ে মাথা, দাঁতের অগে মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিবনা ত ভদ্রতার বাণী!
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে শান্তি নাহি মানি।

নববর্ষের গান।

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান!—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান!

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে!
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধূলা লুটে!
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে!

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়!

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব!

সে আমার জননী রে!

ভৈরবী। রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে?
কে বৃথা আশাভরে

চাহিছে মুখপরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে !

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে' সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে — অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ!

সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

ভারতলক্ষ্মী।

ভৈরবী।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী।
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী।

জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র পশুপক্ষী-ধূলায় প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক' পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোক-লোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে!

হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাক শাস্ত্র-অভিমানীজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায় ধ্যানে, —বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!

তপোবন।

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূর্ব্ব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি',— স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে

পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

প্রাচীন ভারত।

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চি উদ্ধত ললাট,
স্পর্দ্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গইঙ্গিতে,
অশ্বের হেষায় আর হস্তির বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টঙ্কারে,
বীণার সঙ্গীত আর নূপুরঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,

নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর!
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদাগর্ব্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে!

অন্ধকার গর্ত্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ ;—
আপনার ললাটের রতন-প্রদীপ
নাহি জানে, নাহি জানে সূর্য্যালোকলেশ।
তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধদেশ
হে দণ্ডবিধাতা রাজা,—যে দীপ্তরতন
পরায়ে দিয়েছ ভালে তাহার যতন
নাহি জানে, নাহি জানে তোমার আলোক!
নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক,
জনমের গ্লানি! তব আদর্শ মহান্
আপনার পরিমাপে করি' খান্ খান্
রেখেছে ধূলিতে! প্রভু, হেরিতে তোমায়
তুলিতে হয় না মাথা ঊর্দ্ধপানে হায়!
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি' তারে তরিবে সাগর?

তোমারে শতধা করি' ক্ষুদ্র করি' দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।
মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি' যারা সারাবেলা

তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা
মুগ্ধ ভাবভোগে,—সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলাব পুত্তল।
তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব্ববামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান? নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা?

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালাপরে
যাহারা পড়িয়া ছিল ভাবাবেশভরে
রসপানে হতজ্ঞান; যাহারা নিয়ত
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত,—
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে
কখন্ চলিয়া গেছে সুদূর অচলে
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ। শুধু দীর্ঘ বেলা
তোমারে খেলনা করি' করিয়াছে খেলা;
কর্ম্মেরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে,

আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি' দ্বার বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর!
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্ব চরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য! সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি!
যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয়, সবল প্রাণ, বন্ধনবিহীন
সদর্পে ফিরিযাছেন বীর্য্যজ্যোতিষ্মান
লঙ্ঘিয়া অবণ্য নদী পর্ব্বত-পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে!
কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ!

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্বচরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দনির্ঝর ;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত ;
গিরি উঠিয়াছে ঊর্দ্ধে তোমারি ইঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সঙ্গীতে ;
শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত !—
তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে, তোমারি নির্ভয়ে,
তোমারি শাসনগর্ব্বে দীপ্ততৃপ্তমুখে
বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে !

আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্নগৃহে, সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে ; সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে

কটাক্ষে কাঁপিয়া ; লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্র-শাসন শাস্ত্র ;
সঙ্কুচিত-কায়া
কাঁপিতেছি রচি' নিজ কল্পনার ছায়া,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি' নিরানন্দ ঘরে
দীন আত্মা মরিতেছে শত লক্ষ ডরে !
পদে পদে ত্রস্তচিত্তে হয়ে লুণ্ঠ্যমান
ধূলিতলে, তোমারে যে করি অপ্রমাণ !
যেন মোরা পিতৃহারা ধাই পথে পথে
অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত্ত জগতে !

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কি আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে,—"শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি !"
আরবার এ ভারতে কে দিবেগো আনি

সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা !

রে মৃত ভারত !

শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ !

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভযজাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা ! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে ! দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ !

সমস্ত তিমির

ভেদ করি' দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে !
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে —

("ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত!")

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,
ছাড়ি নাই! এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা! তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি' আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চিরসম্ভবের বেশে!
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরুক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!
আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ!

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে, হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে,
সে মোর কল্পনাতীত। কি তাহার কাজ,
কি তাহার শক্তি, দেব, কি তাহার সাজ,
কোন্ পথ তার পথ, কোন্ মহিমায়
দাঁড়াবে সে সম্পদের শিখর-সীমায়
তোমার মহিমাজ্যোতি করিতে প্রকাশ
নবীন প্রভাতে?
আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার থালা
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর!
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে!

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী! দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি!

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্য্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার

জঠরে পূরিতে চায়! —বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দ্দয় নিলাজ।
তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা!
এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক!
তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয় ত লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল —ব্রহ্মমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
হে ভারত, সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'
সরল নির্ম্মল চিত্ত ; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি',—পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্যমন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি', দুঃখনম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে !
তাঁ-হ'তে বঞ্চিত করে তোমারে এ ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাক তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হতে লয়ে অক্ষয় সম্মান !
ধরায় হোক্‌না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁব পাদপীঠ কর সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

সে উদার প্রত্যুষের প্রথম অরুণ
যথনি মেলিবে নেত্র—প্রশান্ত করুণ—
শুভ্রশির অভ্রভেদী উদয়শিখরে,
হে দুঃখী জাগ্রত দেশ, তব কণ্ঠস্বরে

প্রথম সঙ্গীত তার যেন উঠে বাজি'
প্রথম ঘোষণা ধ্বনি।

তুমি থেকো সাজি'
চন্দনচর্চ্চিত স্নাত নির্ম্মল ব্রাহ্মণ,—
উচ্চশির উর্দ্ধে তুলি' গাহিয়ো বন্দন—
"এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত! তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ!
তব ধৈর্য্য দৈববীর্য্য! নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার!"

ওরে মৌনমূক কেন আছিস্ নীরবে
অন্তর করিয়া রুদ্ধ? এ মুখর ভবে
তোর কোন কথা নাই, রে আনন্দহীন?
কোন সত্য পড়ে নাই চোখে? ওরে দীন
কণ্ঠে নাই কোন সঙ্গীতের নব তান?
তোর গৃহপ্রান্ত চুম্বি' সমুদ্র মহান্
গাহিছে অনন্ত গাথা,—পশ্চিমে পূরবে
কত নদী নিরবধি ধায় কলরবে

তরল সঙ্গীতধারা হয়ে মূর্ত্তিমতী!
শুধু তুমি দেখ নাই সে প্রত্যক্ষ জ্যোতি
যাহা সত্যে যাহা গীতে আনন্দে আশায়
ফুটে উঠে নব নব বিচিত্র ভাষায়!
তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্রমাঝে!

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
মি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—

নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত!

শক্তি-দম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন!
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময়-পল্লী যত করে ছারখার!
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে,
বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি' দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসি
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্‌বিলাসী

ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব! দেখিতে যা' বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বরে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি' চিত!

—o—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার!

গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে !

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত !
আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,

নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ।
কে রাখিবে ভরি' নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার!

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত; তাই সর্ব্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার;
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ;—ধর্ম্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন!
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য! বৃথা চেষ্টা ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা, চিত্ত যেথা নাই!

হিমালয়।

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষপ্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণীধারা!

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ!
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া!

ক্ষান্তি।

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শষ্পরাজি

প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শতবরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে ; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত গীতোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্দ্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য্য করিবারে গ্রাস,—
সে দিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়,"
চারিদিক্ হ'তে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস!

শিলালিপি।

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে
পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,

গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ!
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভাল বাসিলেন নির্ব্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা?

হরগৌরী।

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি!
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন, জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল! কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর!

হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কি লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেনচঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়! গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি!

তপোমূর্ত্তি।

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মত। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে!
তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি!" যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হ'তে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ডঅমৃতলোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে!
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি

ভাষাহারা মহাবার্ত্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচলপ্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্রে উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে!

সঙ্কিতবাণী।

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
অনির্ব্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ!
ঊর্দ্ধবাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্ব্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীমজিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে!
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি তুমি স্তব্ধশিরে!
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে!

যাত্রা সঙ্গীত।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজিপুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

দেখ যাত্রী যায় জয়গান গায়
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দস্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আসে রসাতল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

প্রার্থনা।

রাগিণী প্রভাতী।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,

আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
অভয় মন্ত্রে মুক্ত হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,

কি আনন্দ গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভাজ্যোতি জ্বলিত !
ভারত-অরণ্যে-ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত !

রামপ্রসাদী সুর ।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে !
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে !
গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে !

যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে
প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধনফলে
[illegible]ছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে!

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজ চাহরে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে!
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

হাম্বির—একতালা।

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!
থেকোনা থেকোনা ওরে ভাই
মগন মিথ্যা কাজে!
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধরগো পূজার থালি,
রতন প্রদীপ খানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল ডালি,
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে!
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!
আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে!
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ ছুটিছে।

আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা
নব সঙ্গীত তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে
নব পল্লব গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে!
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে!

নববর্ষের দীক্ষা।

(মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।)

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা!

পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নববৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ !
পরেছি পরের সজ্জা !
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা !
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা !

শিবাজি-উৎসব।

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে'—
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি!"

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

৩

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা !
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা !

৪

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেথাকারে
হ'ল তার সীমা !

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে
নিঃশব্দ-চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী,
রাজদণ্ডরূপে!

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি!
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।

৭

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ!
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী!
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি!

৮

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে,
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন!

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
'যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা!'

১০

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি।
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি?
তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি'
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি'
উদিল আবার?

১১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শতশতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে!
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে!

১২

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে!
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ!

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজ আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর!
তবু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ!

১৪

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত!

১৫

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে!
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে!

১৬

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি,—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে!
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!

১৭

সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী'বসন
দরিদ্রের বল!
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজি।
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে!

সোনার বাংলা।

বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,

তোমারি ধুলামাটিঅঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমা'র মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লিবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)—
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥

ওমা তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।

ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে (মরি হায় হায় রে)
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

দেশের মাটি।

বাউলের সুর।

ও আমাব দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোব প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা—
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে।

তোমার 'পরেই খেলা আমার
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা।
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু, জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ওমা বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা!

দ্বিধা।

বেহাগ—একতালা।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে ভাই।

শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে ভাই॥
একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্ বারেক ও দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে ভাই॥
মেলে কি না মেলে রতন
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে ভাই।
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে ভাই॥

অভয়।

ভূপালি—একতালা।

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু বেলা মরার আগে
মর্‌ব না ভাই মর্‌ব না॥

তরিখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
　　　　কান্নাকাটি ধর্‌ব না॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
　　　　পাঁকের 'পরে পড়্‌ব না॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ্‌ যদি এসে পড়ে
　　　　ঘরের কোণে সর্‌ব না॥

হবেই হবে।

বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌
　　　　ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে' থাকিস্‌
　　　　সে পণ তোমার রবেই রবে।
　　　　ওরে মন হবেই হবে।

পাষাণসমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে
আছে যারা বোবার মতন
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হলো সময় হলো
যে যার আপন বোঝা তোলো
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে
এক সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন হবেই হবে।

বান।

(সারি গানের সুর)

এবার তোর   মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী ॥

ওরে রে   ওরে মাঝি কোথায় মাঝি
প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা   সবাই মিলে বৈঠা নেরে
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥

দিনে দিনে বাড়ল দেনা,
ও ভাই   করলি নে বেচা কেনা
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেলরে
মুখ দেখাবি কেমন করে,—
ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে
যা হয় হবে বাঁচি মরি ?

———

একা।

(বাউলের সুর)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।
একলা চল, একলা চল,
একলা চলরে।
যদি কেউ কথা না কয়-
(ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বলরে!

যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে

একলা দলরে।

যদি আলো না ধরে—

(ওরে ওরে ও অভাগা)

যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে

দুয়ার দেয় ঘরে—

তবে বজ্রানলে

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে

একলা জ্বলরে!

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলরে!

একলা চল, একলা চল

একলা চলরে।

মাতৃমূর্ত্তি।

বিভাস—একতালা।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে

কখন্ আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী !
ওগো মা--
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট নেত্র আগুন-বরণ ।
ওগো মা—
তোমার কি মুরতি আজি দেখিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী !
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি মুখে
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ
কোথা সে তোর মলিন হাসি,
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে
হৃদয়-হরণী।
ওগো মা
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

বাউল।

(১)

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা!

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর
হৃদয়ে তোর রতন রাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়ব না মা!
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

মানের আশে দেশ বিদেশে
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুল্‌তে সে যে পার্‌ব না মা
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে—

কারো কাছেই হারব না মা—
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

(২)

যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস্‌নে কিছু।
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু।
আজকে আপন মানের ভরে
থাক্‌ সে বসে গদির পরে
কাল্‌কে প্রেমে আস্‌বে নেমে
করবে সে তার মাথা নীচু॥

(৩)

ওরে তোরা
নেইবা কথা বল্লি।
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে
নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস্‌ মিথ্যে বকে ঝকে
দেখে কেবল হাসে লোকে,

না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন
মনে মনেই জ্বল্লি—
নেই জাগালি পল্লী॥
অন্তরে তোর আছে কি যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয় বাক্সগুলো বন্ধ রেখে
চুপে চাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী॥
কাজ থাকে ত করগে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে কে যে তোরে কি বলেছে
নেই বা তাতে টল্লি।
নেই জাগালি পল্লী॥

(৪)

যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা।

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কানা ॥
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন
করিস্ ভারী বোঝা আপন
তবে তুই সইতে কভু পারিবিনেরে
বিষম পথের টানা ॥

যদি তোর আপন হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক করে সকল কথা
কর্ব্বি নানা খানা ॥

(৫)

আপনি অবশ হলি তবে
বল দিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ নারে ॥

করিস্‌নে লাজ করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করেনে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি যারে॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস্‌নে আর কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে॥

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে
বাহির হয়ে যা'রে॥

(৬)

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ॥
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে,
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥

তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ!
তুমি আপন জীবন পূর্ণকরে
আপন আলো জ্বেলেছ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে,
তুমি নওগো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছ॥

তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে ফেলেছ॥

মাতৃগৃহ।

(বাউলের সুর)

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে॥

করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে ফিরব ওরে
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি
চরণে তোর দেব মেলে॥
নেব গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে
দেগো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে-
আমাদের সেইখেনে মান সেইখেনে প্রাণ
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে॥

———

প্রয়াস।

(বাউল)

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা কবা চল্‌বে না।
তোব আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত বে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে
তাই বলেই কি রইবি থেমে
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

শুনে তোমাব মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয় ত তোমাব আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয় ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না॥

বিলাপী।

(বাউলের সুর)

ছিছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌না ওরে
বক্ষ দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ দুয়ার আঁটি॥

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নেরে ভাই পথেই ঢেলে
মিথ্যে অকাজে!
ওরে নিয়ে তারে চল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি
পথের কতই বাধা কাটি॥

দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্
যায় নাকি বুক ফাটি
লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥

দিনের বেলায় জগৎ মাঝে
সবাই যখন চল্‌ছে কাজে
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি
কেবল করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি॥

বাউল।

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে- ওরে ভাই,
যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণ পণে

শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই,

একই পথ আছে ওরে
চল সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই।
থাকনা আপন কাজে
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই।

———

সিন্ধু। কাওয়ালি।

আমায় বলো না গাহিতে বলো না।

এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা।

এ যে নয়নের জল হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,

এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা !

এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এসেছি কি এথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।

কে জাগিবে আজ কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা।

এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

আজি এ ভারত লজ্জিত হে!
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে।
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

সুরট—চৌতাল।

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা।
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম আলো

সবার উর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে।
বক্ষে বাঁধি দাও তার
বর্ম্ম তব নির্বিদার
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়
নিষ্ঠা তবুও রয়
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে।

সার্থক জন্ম।

ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।

জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন

শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল;
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমাব চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে!

পথের গান।

রামকেলী—একতালা।

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বল্‌ব "জননীকে কে দিবি দান
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ"

(তোদের) মা ডেকেছে কত বারে বারে।
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
(মোদের) হৃদয় যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
(তোমার) সন্তানেরি দান ভারে ভারে।

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভা'য়ে ভা'য়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছসি রাখিবার নাহি স্থান।

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীব পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান।
(ছিছি) পরেব কাছে অভিমান।
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা যেওনা পবের দ্বার ;
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষাব ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও প্রাণ আগে কর দান।

বাহার। কাওয়ালী।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখ গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমার মুখ চাহিয়ে।

মিশ্র দেশ খাম্বাজ।

শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে, এ নিশীথ হবে নাকি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাহি শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
কোন কালে তুলিব কি মাথা? জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই—মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি চিরদিন ফাটিবে না হিয়া!

হাম্বির। তাল ফের্‌তা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে বিহগকলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুক তারা উদয় অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়!
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে!

কাফি।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে!
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে!
তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে।
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে!